আত্মানাত্মবিবেকঃ।

দৃশ্যং সর্ব্বমনাত্মা স্যাদ্ দৃগেবাত্মা বিবেকিনঃ।
আত্মানাত্মবিবেকোঽয়ং কথ্যতে গ্রন্থকোটিভিঃ॥

আত্মানাত্মবিবেকঃ কথ্যতে। আত্মনঃ কিং নিমিত্তং দুঃখং? শরীরপরিগ্রহনিমিত্তং। ন হ বৈ সশরীরস্য সতঃ প্রিয়াপ্রিয়-

বিবেকিব্যক্তির সম্বন্ধে দৃশ্য সমস্ত পদার্থই অনাত্মা [মায়া] এবং দৃক্ * অর্থাৎ সকলের সাক্ষিস্বরূপ অদ্বিতীয় ব্রহ্মই আত্মা। এই আত্ম ও অনাত্ম বিচার পূর্ব্বতন মনীষিগণ কর্ত্তৃক কোটি কোটি গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। অধুনা এই আত্ম ও অনাত্ম বিচার অতি অল্পবাক্যবিশিষ্ট গ্রন্থদ্বারা পরিব্যক্ত হইতেছে।

আত্মার দুঃখ কি নিমিত্ত হয়? শরীরপরিগ্রহ নিমিত্ত †, অর্থাৎ আমি শরীর এইরূপ বোধে দেহে অহংভাব স্বীকার করাই দুঃখের

---

* ব্রহ্মনামাবলিমালার অষ্টাদশ শ্লোকে দৃক দৃশ্যাদি পদের অর্থ ব্যাখ্যাত আছে।

† "স্থূলং সূক্ষ্মং কারণাখ্যমুপাধিত্রিতয়ং চিতেঃ।
এতৈর্ব্বিশিষ্টো জীবঃ স্যাদ্ বিযুক্তঃ পরমেশ্বরঃ॥ ২৩॥"

অধ্যাত্মরামায়ণ, অযোধ্যাকাণ্ড, ১ অধ্যায়।

আত্মা, অর্থাৎ চিদ্ব্রহ্মের স্থূল সূক্ষ্ম ও কারণ, এই শরীরত্রয় রূপ উপাধিই জীবত্বের প্রতি কারণ ও শরীরাদি উপাধিরহিত আত্মাই পরমেশ্বর; সুতরাং যে স্থলে জীবভাব, সেই স্থলেই দুঃখ; পরব্রহ্মের দুঃখ সংগত নহে। এ স্থলে যদি কেহ এরূপ আশঙ্কা করেন যে, মৃত্যুর পর তবে জীব ব্রহ্ম হউক? যেহেতু মৃত্যুর পর আত্মার শরীরসম্বন্ধাভাব দৃষ্ট হইতেছে। এ সংশয় নিরাকরণ বিষয়ে ভগবদ্গীতার দ্বিতীয়াধ্যায়ে ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।—"জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যু র্ধ্রুবং জন্ম মৃতস্য চ।
তস্মাদপরিহার্য্যেঽর্থে ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥" ২৭॥

য়োরপহতিরস্তীতি শ্রুতেঃ। শরীরপরিগ্রহঃ কেন ভবতি? কর্ম্মণা। কর্ম্ম বা কেন ভবতীতি চেৎ? রাগাদিভ্যঃ। রাগাদিঃ কেন ভবতীতি চেৎ? অভিমানাৎ। অভিমানঃ কেন ভবতীতি চেৎ? অবিবেকাৎ। অবিবেকঃ কেন ভবতীতি চেৎ? অজ্ঞানাৎ। অজ্ঞানং কেন ভবতীতি চেৎ? ন

কারণ। শ্রুতিতে কথিত আছে যে, শরীরের সহিত বিদ্যমান নিত্য-স্বরূপ আত্মার জীবত্বহেতু প্রিয় ও অপ্রিয়ের বিনাশ নাই, অর্থাৎ আত্মার যেপর্য্যন্ত শরীরসম্বন্ধ থাকে, সেপর্য্যন্ত সুখদুঃখাদি ভোগ হয়। শরীর স্বীকার কি নিমিত্ত হয়? কর্ম্মজন্য হয়। যদি বল, কর্ম্মই বা কি নিমিত্ত হয়? রাগ [বিষয়েচ্ছা] প্রভৃতি * হইতে হয়। যদি বল, রাগপ্রভৃতিই বা কি কারণে হয়? অভিমান হইতে হয়। যদি বল, অভিমানই বা কি কারণে হয়? অবিবেক হইতে হয়। যদি বল, অবিবেকই বা কি কারণে হয়? অজ্ঞান হইতে হয়। যদি বল অজ্ঞানই বা কি কারণে হয়? কোন

জাত ব্যক্তির মৃত্যু এবং মৃত ব্যক্তির পুনর্জ্জন্ম অবশ্যম্ভাবী। অপরঞ্চ—

" বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥" ২২॥

লোক যেরূপ জীর্ণবস্ত্র ত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র গ্রহণ করে, আত্মাও সেইরূপ জীর্ণ শরীর ত্যাগ করিয়া নূতন শরীর গ্রহণ করেন ইত্যাদি। অপিচ ভাগবতীয় দশমস্কন্ধে কথিত আছে।—" যথা তৃণজলৌকৈবং দেহী কর্ম্মগতিং গতঃ।"

জলৌকা [জোঁক] যেরূপ একটি তৃণ গ্রহণ না করিয়া একটি তৃণ ত্যাগ করে না, আত্মাও সেইরূপ কর্ম্মগতিক্রমে দেহান্তর গ্রহণ না করিয়া গৃহীত দেহকে ত্যাগ করেন না।

" যাবজ্জননং তাবন্মরণং তাবজ্জননীজঠরে শয়নম্।"

এইরূপ শত শত প্রমাণ শাস্ত্রে সকলে দর্শিত আছে। বস্তুতস্তু জীবের আত্মানাত্ম বিবেকদ্বারা যে পর্য্যন্ত শুভাশুভ কর্ম্মক্ষয় না হয়, সে পর্য্যন্ত তিনি নিরুপাধি ব্রহ্মপদ লাভ করিতে সক্ষম হন না। এ স্থলে বিবেকচূড়ামণির ৩৩১ শ্লোকের পাদটীকাও দ্রষ্টব্য হইয়াছে।

* বিষয়ের অনুকূলে রাগ ও প্রতিকূলে দ্বেষ, ইহা অবশ্যম্ভাবী বলিয়া সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ

কেনাপি ভবতীতি। অজ্ঞানমনাদ্যনির্ব্বচনীয়ং। অজ্ঞানাদ-বিবেকো জায়তে। অবিবেকাদভিমানো জায়তে। অভিমানা-দ্রাগাদয়ো জায়ন্তে। রাগাদিভ্যঃ কর্ম্মাণি জায়ন্তে। কর্ম্মভ্যঃ শরীরপরিগ্রহো জায়তে। শরীরপরিগ্রহাদ্দুঃখং জায়তে। দুঃখস্য কদা নিবৃত্তিঃ? সর্ব্বাত্মনা শরীরপরিগ্রহনাশে সতি দুঃখস্য নিবৃত্তির্ভবতি। সর্ব্বাত্মপদং কিমর্থং? সুষুপ্ত্যবস্থায়াং দুঃখে নিবৃত্তেঽপি পুনরুত্থানসময়ে উৎপদ্যমানত্বাদ্ বাসনা-স্থিতং (১) ভবতি। অতস্তন্নিবৃত্ত্যর্থং সর্ব্বাত্মপদং সর্ব্বাত্মনা শরীরপরিগ্রহনিবৃত্তে সতি দুঃখস্য নিবৃত্তির্ভবতি। শরীরপরি-গ্রহনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি? সর্ব্বাত্মনা কর্ম্মণি নিবৃত্তে সতি শরীর-

কারণেই হয় না। অজ্ঞান * অনাদি [আদিরহিত] ও অনির্ব্বচনীয় [অবাচ্য]। অজ্ঞান হইতে অবিবেক উৎপন্ন হয়। অবিবেক হইতে অভিমান উৎপন্ন হয়। অভিমান হইতে রাগাদির উৎপত্তি হয়। রাগাদি হইতে অখিল কর্ম্মের উৎপত্তি হয়। কর্ম্মবৃন্দ হইতে শরীর স্বীকার হয়। শরীর স্বীকাব হইতে দুঃখ উৎপন্ন হয়। দুঃখের নিবারণ কোন্ সময়ে হয়? সর্ব্বপ্রকারে শরীর স্বীকারের ধ্বংস হইলেই দুঃখের নিবৃত্তি হয়। "সর্ব্বাত্ম" পদ কি নিমিত্ত প্রযুক্ত হইল? সুষুপ্তি অবস্থায় দুঃখনিবৃত্তি হইলেও উত্থান সময়ে ঐ দুঃখ পুনরুৎপন্ন হয় বলিয়া মনঃ বাসনাতে অবস্থিত হয়; অতএব সেই বাসনার নিবৃত্তির নিমিত্ত সর্ব্বাত্মপদ পরি-গৃহীত হইল। "সর্ব্বাত্মনা" অর্থাৎ সর্ব্বতোভাবে শরীর স্বীকারের বিরতি [নিবৃত্তি] হইলে দুঃখেরও বিরতি হয়। শরীরস্বীকারের বিরতি

(১) "বাসনাত্মনাস্থিতং"—ইতি পাঠান্তরং। অর্থাৎ মনঃ বাসনাকারে।

* বেদান্তসারে ব্যক্ত আছে, সৎ অথবা অসৎ পদার্থ হইতে বিভিন্ন সত্ত্বগুণ, রজোগুণ ও তমোগুণরূপ বোধের বিরোধিভাবস্বরূপ যে কোন বস্তু, তাহাকেই অজ্ঞান কহে; ইহার প্রমাণস্থল এই—" আমি অজ্ঞ, আমি আমাকে অবগত নহি" ইত্যাদি।

পরিগ্রহনিবৃত্তির্ভবতি। কর্ম্মনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি? সর্ব্বাত্মনা রাগাদিনিবৃত্তে সতি কর্ম্মনিবৃত্তির্ভবতি। রাগাদিনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি? সর্ব্বাত্মনা অভিমাননিবৃত্তে সতি রাগাদিনিবৃত্তির্ভবতি। কদাভিমাননিবৃত্তিঃ? সর্ব্বাত্মনা অবিবেকনিবৃত্তে সতি অভিমাননিবৃত্তিঃ। অবিবেকনিবৃত্তিঃ কদা ভবতি? সর্ব্বাত্মনা অজ্ঞাননিবৃত্তে সতি অবিবেকনিবৃত্তিঃ। কদা অজ্ঞাননিবৃত্তিঃ? ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানে জাতে সতি সর্ব্বাত্মনাঽবিদ্যানিবৃত্তিঃ। নন্থ নিত্যানাং কর্ম্মণাং বিহিতত্বান্নিত্যেভ্যঃ কর্ম্মভ্যোঽবিদ্যানিবৃত্তিঃ স্যাৎ কিমর্থং জ্ঞানেনেত্যাশঙ্ক্য। ন কর্ম্মাদিনা অবিদ্যানিবৃত্তিঃ। তৎ কুত ইতি চেৎ। কর্ম্মাজ্ঞানয়োর্ব্বিরোধো ন

কথন হয়? সর্ব্বপ্রকারে কর্ম্মের বিরতি হইলে শরীরস্বীকারের বিরতি হয়। কর্ম্মের বিরতি কথন হয়? সর্ব্বতোভাবে রাগাদির অভাব হইলে কর্ম্মের বিরতি হয়। রাগাদির অভাব কথন হয়? অশেষরূপে অভিমানের অভাব হইলে রাগাদির অভাব হয়। অভিমানের নিবৃত্তি কথন হয়? সর্ব্বতোভাবে অবিবেকের অভাব হইলে অভিমানের অভাব হয়। কথন অবিবেকের অভাব হয়? সর্ব্বতোভাবে অজ্ঞানের অভাব হইলেই অবিবেকের অভাব হয়। অজ্ঞানের অভাব কোন্ কালে হয়? ব্রহ্ম ও আত্মার একত্ব জ্ঞান হইলেই সর্ব্বপ্রকারে অবিদ্যার * অভাব হয়। যদি বল, নিত্য ক্রিয়াকলাপের বেদবিহিতত্বহেতু নিত্যকর্ম্ম হইতেই অবিদ্যা নিবৃত্তি হয়, তবে জ্ঞানসাধনে প্রয়োজন কি? এই সংশয় নিরাস নিমিত্ত কথিত হইতেছে যে, কর্ম্মাদিদ্বারা অবিদ্যার নিবৃত্তি হয় না। যদি বল, কি কারণ বেদবিহিত নিত্যকর্ম্মাদির অনুষ্ঠানদ্বারা অবিদ্যা নিবৃত্তি হয় না? এই আশঙ্কাক্রমে কথিত হইতেছে যে, কর্ম্ম ও অজ্ঞান, এই উভয়ের বিরোধ হয় না, অর্থাৎ পরস্পর প্রতিবন্ধকতাভাব নাই; কিন্তু

* "অবিদ্যাহস্মতিঃ" অর্থাৎ আত্ম শরীরে অহং ভাবকেই অবিদ্যা কহে।

ভবেৎ। জ্ঞানাজ্ঞানয়োর্ব্বিরোধো ভবেৎ। অতোজ্ঞানে-নৈবাহজ্ঞাননিবৃত্তিঃ। তজ্জ্ঞানং কুত ইতি চেৎ? বিচারা-দেব ভবতি। আত্মানাত্মবিবেকবিষয়বিচারাদেব ভবতি। আত্মানাত্মবিবেকে কো বাহধিকারী? সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নো-হধিকারী। সাধনচতুষ্টয়ং নাম? নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ। ইহামুত্রার্থফলভোগবিরাগঃ শমদমাদিষট্কসম্পত্তিঃ। মুমু-ক্ষুত্বঞ্চেতি। নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকোনাম?। ব্রহ্মৈব সত্যং জগন্মিথ্যেতি নিশ্চয়ো নিত্যানিত্যবস্তুবিবেকঃ। ইহামুত্রার্থ-ফলভোগবিরাগোনাম? ইহাস্মিন্ লোকে দেহধারণব্যতিরিক্ত-বিষয়েষু স্রক্চন্দনবনিতাদিষু বান্তাশনমূত্রপুরীষাদৌ যথেচ্ছা নাস্তি তথেচ্ছারাহিত্যমিতি ইহ লোকে ফলভোগবিরাগঃ।

জ্ঞান ও অজ্ঞান, এই উভয়ের বিরোধ বিলক্ষণ লক্ষ্য হয়। অতএব অজ্ঞা-নের নিবৃত্তি কেবল জ্ঞানদ্বারাই হয়। যদি বল, সে জ্ঞান কোথা হইতে লব্ধ হয়? আত্মানাত্ম, অর্থাৎ চিৎ ও জড়, এই উভয়ের স্বরূপ নিশ্চয়বিষ-য়ক বিচার হইতেই হয়। কোন্ ব্যক্তি আত্মানাত্ম বিচারে অধিকারী হন? চতুর্ব্বিধ সাধনসম্পত্তিযুক্ত ব্যক্তিই ইহাতে অধিকারী হন। চতু-র্ব্বিধ সাধন কাহাকে বলে? নিত্য ও অনিত্য, এই উভয় পদার্থের বিচার, ইহলোকে ও পরলোকে অর্থফলভোগে অনুরাগশূন্যতা, শম-দমাদি ষট্ সংখ্যক সম্পত্তি এবং মুমুক্ষুতা, এই সাধন চতুষ্টয়। নিত্য ও অনিত্য বস্তুর বিচার কাহাকে কহে? ব্রহ্মই সত্যস্বরূপ, তাহা ভিন্ন সমস্ত জগৎ অসত্যরূপ এইরূপ সিদ্ধান্তই নিত্যানিত্যবস্তুবিবেক নামে অভি-হিত হয়। ইহ ও অমুত্র অর্থফলভোগবিরাগ কাহাকে কহে? এই জগতে দেহধারণ ভিন্ন, বিষয় [ইন্দ্রিয়ার্থ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ], পুষ্প-মালা, চন্দন, যোষিৎসঙ্গ প্রভৃতি ভোগ্যবস্তুতে বমিত অন্ন, প্রস্রাব, পুরীষাদিতে যেরূপ ইচ্ছা থাকে না, সেইরূপ ইচ্ছারাহিত্যকেই ঐহিক

অমুত্র স্বর্গলোকাদিব্রহ্মলোকান্তর্ব্বর্ত্তিষু রম্ভাদিসম্ভোগাদিবিষয়েষু তদ্বৎ পূর্ব্ববৎ। শমদমাদি ষট্‌কং নাম? শমদমোপরতি-তিতিক্ষা-সমাধান-শ্রদ্ধাঃ। শমোনাম? অন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। অন্তরিন্দ্রিয়ং নাম? মনঃ তস্য নিগ্রহোঽন্তরিন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। শ্রবণাদি-ব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যোনিগ্রহঃ শ্রবণাদৌ বর্ত্তনং শমঃ। দমোনাম? বাহ্যেন্দ্রিয়নিগ্রহঃ। বাহ্যেন্দ্রিয়াণি কানি? কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ। তেষাং নিগ্রহঃ শ্রবণাদি ব্যতিরিক্তবিষয়েভ্যো নিবৃত্তির্দ্দমঃ। উপরতিনাম? বিহিতানাং কর্ম্মণাং বিধিনা ত্যাগঃ। শ্রবণাদিষু বর্ত্তমানস্য মনসঃ শ্রবণাদিষেব বর্ত্তনং বোপরতিঃ। তিতিক্ষা নাম? শীতো-

ফলভোগবিরাগ কহে। জন্মান্তরে স্বর্গাদি লোক হইতে ব্রহ্মলোকপর্য্যন্ত, সেই সেই লোকে উপস্থিত বস্তা প্রভৃতি অপ্সরোগণ সম্ভোগ বিষয়ে পূর্ব্বের ন্যায় কথিতরূপ যে ইচ্ছাবাহিত্য, তাহাকেই অমুত্র ফলভোগবিরাগ কহে। শমদমাদি ছয়টী কি? শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান ও শ্রদ্ধা, ইহাকেই শমদমাদি ষট্ সংখ্যক কহে। শম কাহাকে কহে? অন্তরিন্দ্রিয়ের সংযমকে শম কহে। অন্তরিন্দ্রিয় কাহাকে বলে? মনঃই অন্তরিন্দ্রিয় নামে কথিত হয়; অতএব সেই মনের নিগ্রহকেই অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ কহে; অথবা পরমাত্মবিষয়ক শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন ভিন্ন সংসার সম্বন্ধীয় বিষয়বর্গ হইতে অন্তঃকরণের যে সংযম এবং ব্রহ্মবিষয়ক শ্রবণাদিতে যে মনের প্রবর্ত্তন, তাহাকেও শম কহে। দম কাহাকে কহে? বহিরিন্দ্রিয়ের নিগ্রহকে দম কহে। বহিরিন্দ্রিয়গণ কাহারা? পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় ও পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়কে বহিরিন্দ্রিয় কহে। অতএব আত্মবিষয়ক শ্রবণাদি বিনা সাংসারিক বিষয় বৃন্দহইতে ঐ সমস্ত বাহ্যেন্দ্রিয়গণের নিগ্রহকে দম কহে। উপরতি কাহাকে বলে? বেদাদি বিহিত কর্ম্মকাণ্ডের যথাবিধানে পরিত্যাগকে উপরতি কহে; অথবা সাংসারিক শ্রবণাদিতে নিত্য

ষ্ণাদিদ্বন্দ্বসহনং দেহবিচ্ছেদব্যতিরিক্তং। নিগ্রহশক্তাবপি পরাপরাধে সোঢ়ুত্বং বা তিতিক্ষা। সমাধানং নাম? শ্রবণাদিষু বর্ত্তমানং মনো বাসনাবশাদ্ বিষয়েষু গচ্ছতি যদা যদা তদা তদা দোষদৃষ্ট্যা তেষু সমাধানং। শ্রদ্ধা নাম? গুরুবেদান্তবাক্যেষু অতীব বিশ্বাসঃ। ইদং তাবৎ শমাদি ষট্‌কং মুক্তং। মুমুক্ষুত্বং নাম? মোক্ষেঽতীব্রেচ্ছাবত্ত্বং। এতৎসাধনচতুষ্টয়সম্পত্তি স্তদ্বান্ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নঃ। তস্যাত্মানাত্মবিবেক বিচারেঽধিকারো নান্যস্য। তস্যাত্মানাত্মবিচারঃ কর্ত্তব্যোঽস্তি। যথা ব্রহ্মচারিণঃ কর্ত্তব্যান্তরং নাস্তি তথাঽন্যৎ কর্ত্তব্যং নাস্তি।

প্রবৃত্ত মনঃকে সেই সেই বিষয় হইতে আকর্ষণ করিয়া আত্মবিষয়ক শ্রবণাদিতে প্রবর্ত্তনকেও উপরতি কহে। তিতিক্ষা কাহাকে কহে। শরীর বিনষ্ট না হয়, এরূপ শীত উষ্ণ প্রভৃতি দ্বন্দ্ব পদার্থের সহিষ্ণুতাকে তিতিক্ষা কহে; অথবা নিগ্রহকরণ সামর্থ্যসত্ত্বেও অপরের অপরাধ সহনকে তিতিক্ষা কহে। সমাধান কাহাকে কহে? পরমাত্ম শ্রবণাদিতে বিদ্যমান মনঃ যে যে সময়ে বাসনাবশতঃ বিষয়গত হয়, সেই সেই সময়ে বিষয় পদার্থে ক্ষণিকত্বাদি দোষ দর্শন করিয়া পরমাত্মাতে ঐ মনের যে ঐকাগ্র্য, তাহাকেই সমাধান কহে। শ্রদ্ধা কাহার নাম? গুরু ও বেদান্তাদি বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা কহে। এই সমস্ত শমাদি ষট্ সম্পত্তি কথিত হইল। মুমুক্ষুত্ব কি? মুক্তিবিষয়ে আত্যন্তিক অভিলাষবিশিষ্টতাকেই মুমুক্ষুতা কহে। সাধনচতুষ্টয় সম্পত্তির স্বরূপ এই অভিব্যক্ত হইল। এই সম্পত্তি যাঁহার আছে, তিনিই সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন বলিয়া বিখ্যাত হন। সেই ব্যক্তির আত্ম ও অনাত্ম বস্তুর স্বরূপনিশ্চয় বিচারে অধিকার আছে, অপরের নাই; সেই ব্যক্তিরই আত্মানাত্মবিচার উপযুক্ত হয়। যেরূপ ব্রহ্মচারিব্যক্তির অন্য কিছুই কর্ত্তব্য নাই, সেইরূপ তাঁহারও অন্য কিছুই কর্ত্তব্য নাই। প্রসিদ্ধ সাধনচতুষ্টয় সম্পত্তি না থাকিলেও গৃহিদিগের

সাধনচতুষ্টয়সম্পত্ত্যভাবেঽপি গৃহস্থানামাত্মানাত্মবিচারে ক্রিয়মাণে সতি তেন প্রত্যবায়োনাস্তি কিন্ত্বতীব শ্রেয়ো ভবতি। দিনে দিনে তু বেদান্তবিচারাদ্ ভক্তিসংযুতাদ্। গুরুশুশ্রূষয়া লব্ধাৎ কৃচ্ছ্রাশীতিফলং লভেদিত্যুক্তং। আত্মানাত্মবিচারঃ কর্ত্তব্যঃ ইত্যুক্তং। আত্মা নাম? স্থূলসূক্ষ্মকারণশরীরত্রয়ব্যতিরিক্তঃ পঞ্চকোষবিলক্ষণোঽবস্থাত্রয়সাক্ষী সচ্চিদানন্দস্বরূপঃ। অনাত্মা নাম? অনিত্যজড়দুঃখাত্মকং সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মকং শরীরত্রয়মনাত্মা। শরীরত্রয়ং নাম? স্থূলসূক্ষ্মকারণশরীরত্রয়ং। স্থূল-

আত্মানাত্ম বিচার করাতে কোনরূপ অনিষ্ট আশঙ্কা নাই, পরন্তু ইহা অত্যন্ত শুভকরই হইয়া থাকে। প্রতিদিন গুরুশুশ্রূষা [পরিচর্য্যা] দ্বারা প্রাপ্ত ভক্তিযুক্ত বেদান্ত বিচার হইতে অশীতি সংখ্যক প্রাজাপত্য * ব্রতের ফললাভ হয়, ইহা শাস্ত্রে উক্ত আছে। অতএব আত্ম ও অনাত্মবিচার সর্ব্বদা কর্ত্তব্য হইয়াছে, ইহা বিচারসিদ্ধ হইল। আত্মা [ব্রহ্ম] কাহার নাম? যিনি স্থূল, সূক্ষ্ম ও কারণ নামক দেহত্রয় হইতে বিলক্ষণযুক্ত, পঞ্চ কোষাতিরিক্ত, অবস্থাত্রয়ের সাক্ষী এবং সৎ [নিত্যস্বরূপ], চিৎ [জ্ঞানস্বরূপ] ও আনন্দ [সুখস্বরূপ] রূপ হন, তিনিই আত্মা, অনাত্মা কাহাকে কহে?। নশ্বর, জড়, দুঃখরূপ ও সমষ্টিব্যষ্টিস্বরূপ এই শরীরত্রয়কেই অনাত্মা কহে। শরীরত্রয় কি? স্থূলশরীর, সূক্ষ্মশরীর এবং কারণশরীর, এই তিনকেই শরীরত্রয় কহে। স্থূলশরীর কাহার নাম? পঞ্চীকৃত ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ ও ব্যোম এই পঞ্চ মহাভূতের কার্য্য, পুণ্যাপুণ্য কর্ম্ম হেতু জন্ম প্রভৃতি ষড়্বিধ বিকারযুক্ত যে শরীর, তাহাকে স্থূলশরীর কহে। ইহার

* প্রাজাপত্যব্রত দ্বাদশ দিন সাধ্য। তন্মধ্যে প্রথম তিন দিন প্রাতঃকালে ভোজন করিবে, দ্বিতীয় তিন দিন সায়ংকালে ভোজন করিবে, তৃতীয় তিন দিন অযাচিত ভোজন করিবে এবং চতুর্থ তিন দিন উপবাস করিবে, ইহা স্মৃতিশাস্ত্রে ব্যাখ্যাত আছে।

শরীরং নাম ? পঞ্চীকৃতমহাভূতকার্য্যং কর্ম্মজন্যং জন্মাদিষড়্-ভাববিকারং। তথাচোক্তং।

পঞ্চীকৃতমহাভূতসম্ভবং কর্ম্মসঞ্চিতং।
শরীরং সুখদুঃখানাং ভোগায়তন মুচ্যতে ॥

শীর্য্যতে বয়োভির্ব্বাল্যকৌমারযৌবনবার্দ্ধক্যাদিভিশ্চেতি শরীরং। দহ ভস্মীকরণে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা চ দেহো ভস্মীভাবং প্রাপ্নোতীত্যর্থঃ। ননু কেচিদ্দেহা ভস্মীভাবং প্রাপ্নুবন্তি কেচিদ্দেহা খননাদি প্রাপ্নুবন্তি। কথমুচ্যতে সর্ব্বং স্থূলাদিকং স্থূলদেহজাতং ভস্মীভাবং প্রাপ্নোতি। যদ্যপ্যেবং তথাপি কেনাগ্নিনা দাহত্বং সম্ভবতীত্যতআহ। সর্ব্বেষাং স্থূলাদিদেহানামাধ্যাত্মিকাধিভৌতিকাধিদৈবিকতাপত্রয়াগ্নিনা দাহত্বং সম্ভবতীত্যর্থঃ। আধ্যাত্মিকং নাম ? আত্মানং দেহমধিকৃত্য বর্ত্ততে

অনুরূপ প্রমাণ শাস্ত্রে অভিব্যক্ত আছে যে, পঞ্চীকৃত উক্ত মহাভূতপঞ্চক হইতে উদ্ভূত পাপপুণ্য কর্ম্মের অধীন সুখদুঃখাদির যে ভোগায়তন [পাত্র], তাহাকেই স্থূলশরীর কহে। শৃধাতুর অর্থ শীর্ণ; সুতরাং যাহা শৈশব, কৌমার, তারুণ্য, বৃদ্ধত্বাদি বয়োদ্বারা শীর্ণ হয়, তাহার নাম শরীর ॥ দহ ধাতু ভস্মীকরণ অর্থে আরূঢ়; অতএব এই সাধনদ্বারা দেহ শব্দ ব্যুৎপন্ন হইল। ইহার অর্থ, যাহা ভস্ম হয়, তাহার নাম দেহ। যদি বল, কতকগুলি দেহ ভস্মীভাব প্রাপ্ত এবং কতকগুলি দেহ মৃত্তিকায় প্রোথিত দৃষ্ট হয়, তবে কিরূপে সকল স্থূলদেহের ভস্মাকারে পরিণতি সঙ্গত হয় ? এই প্রশ্নের উত্তরে ব্যক্ত হইতেছে যে, সমস্ত স্থূলদেহই ভস্মসাৎ হয়। যদি এরূপ হইল, তাহা হইলে তবে কোন্ অগ্নিদ্বারা দাহত্ব সম্ভব হয় ? একারণ কথিত হইতেছে যে, সমস্ত স্থূলশরীরের আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিকরূপ তাপত্রয়াগ্নিদ্বারা দাহত্ব

ইতি তদ্দুঃখং আধ্যাত্মিকং শিরোরোগাদি। আধিভৌতিকং নাম? ভূতমধিকৃত্য বর্ত্তত ইত্যাধিভৌতিকং ব্যাঘ্রতস্করাদি জন্যং দুঃখং। আধিদৈবিকং নাম? দেবমধিকৃত্য বর্ত্তত ইত্যাধিদৈবিকং দুঃখমশনিপাতাদি জন্যং। সূক্ষ্মশরীরং নাম? অপঞ্চীকৃত ভূতকার্য্যং সপ্তদশকং লিঙ্গং। সপ্তদশকং নাম? জ্ঞানেন্দ্রিয়াণিপঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়াণিপঞ্চ প্রাণাদিপঞ্চবায়বো বুদ্ধির্ম্মনশ্চেতি। জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি কানি? শ্রোত্রত্বক্‌চক্ষুর্জ্জিহ্বা-ঘ্রাণাখ্যানি। শ্রোত্রেন্দ্রিয়ং নাম? শ্রোত্রব্যতিরিক্তং কর্ণ-শষ্কুল্যবচ্ছিন্নং নভোদেশাশ্রয়ং শব্দগ্রহণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং শ্রোত্রে-ন্দ্রিয়মিতি। ত্বগিন্দ্রিয়ং নাম? ত্বগ্‌ব্যতিরিক্তং ত্বগাশ্রয়মা-পাদতলমস্তকব্যাপিশীতোষ্ণাদিস্পর্শশক্তিমদিন্দ্রিয়ং ত্বগিন্দ্রিয়-

সম্ভব হয়। আধ্যাত্মিক কাহাকে কহে? শরীরকে অবলম্বন করিয়া যে দুঃখ হয়, তাহার নাম আধ্যাত্মিক, অর্থাৎ শিরঃ [মস্তক]-রোগাদি। আধিভৌতিক কাহার নাম? চৌর ব্যাঘ্র প্রভৃতি ভয়ানক জন্তুকে অব-লম্বন করিয়া যে দুঃখ জন্মে, তাহাকে আধিভৌতিক বলে। আধিদৈবিক কিরূপ? দেবতাকে অবলম্বন করিয়া কুলিশ [বজ্র] পাতাদি জন্য যে দুঃখ উপস্থিত হয়, তাহাকেই আধিদৈবিক বলা যায়। সূক্ষ্মশরীর কি? অপঞ্চী-কৃত ক্ষিত্যাদি পঞ্চ মহাভূতের কার্য্যস্বরূপ সপ্তদশকযুক্ত যে লিঙ্গশরীর, তাহাকে সূক্ষ্মশরীর কহে। সপ্তদশটি কি? পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মে-ন্দ্রিয়, পঞ্চ প্রাণাদি বায়ু, মনঃ ও বুদ্ধি, ইহাকে সপ্তদশক কহে। জ্ঞানেন্দ্রিয়-গণ কি? কর্ণ, চর্ম্ম, নেত্র, রসনা ও নাসিকা। কর্ণেন্দ্রিয় কাহাকে কহে? কর্ণ ভিন্ন অথচ কর্ণরন্ধ্রকে অধিকার করিয়া আছে, এমন যে নভোদেশা-শ্রিত ও শব্দগ্রহণশক্তিযুক্ত ইন্দ্রিয়, তাহাকেই কর্ণেন্দ্রিয় কহে। চর্ম্মেন্দ্রিয় কাহার নাম? চর্ম্ম ব্যতিরিক্ত, কিন্তু চর্ম্মকে আশ্রয় করিয়া আছে, এরূপ

মিতি। চক্ষুরিন্দ্রিয়ং নাম? গোলকব্যতিরিক্তং গোলকাশ্রয়ং কৃষ্ণতারকাগ্রবর্ত্তি রূপগ্রহণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং চক্ষুরিন্দ্রিয়মিতি। জিহ্বেন্দ্রিয়ং নাম? জিহ্বাব্যতিরিক্তং জিহ্বাশ্রয়ং জিহ্বাগ্রবর্ত্তি রসগ্রহণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং জিহ্বেন্দ্রিয়মিতি। ঘ্রাণেন্দ্রিয়ং নাম? নাসিকাব্যতিরিক্তং নাসিকাশ্রয়ং নাসিকাগ্রবর্ত্তি গন্ধগ্রহণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং ঘ্রাণেন্দ্রিয়মিতি। কর্ম্মেন্দ্রিয়াণি কানি?। বাক্‌পাণিপাদপায়ূপস্থাখ্যানি। বাগিন্দ্রিয়ং নাম? বাগ্‌ব্যতিরিক্তং বাগাশ্রয়মষ্টস্থানবর্ত্তি শব্দোচ্চারণশক্তিমদিন্দ্রিয়ং বাগিন্দ্রিয়মিতি। অষ্টস্থানং নাম? হৃদয়কণ্ঠশির-ঊর্দ্ধৌষ্ঠাধরৌষ্ঠ-

যে পাদতল অবধি মস্তক পর্য্যন্ত ব্যাপক ও শীত উষ্ণ প্রভৃতি স্পর্শ * গ্রহণ শক্তিযুক্ত ইন্দ্রিয়, তাহাকেই চর্ম্ম (অর্থাৎ ত্বক্) ইন্দ্রিয় কহে। নেত্রেন্দ্রিয় কাহার নাম?। মণ্ডলাকৃতি নেত্র স্থান ব্যতিরিক্ত, পরন্তু নেত্রকেই আশ্রয় করিয়া আছে, এবম্বিধ যে নেত্রমধ্যস্থ কৃষ্ণবর্ণ চিহ্নের পুরোবর্ত্তী ও রূপগ্রহণ-শক্তি বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়, তাহাকে নেত্রেন্দ্রিয় কহে। রসনেন্দ্রিয় কাহার নাম? রসনাব্যতিরিক্ত অথচ রসনাকে অবলম্বন করিয়া আছে এতাদৃশ রসনার পুরোবর্ত্তী ও রসগ্রহণ-শক্তিযুক্ত ইন্দ্রিয়কে রসনেন্দ্রিয় কহে। নাসিকেন্দ্রিয় কাহার নাম? নাসিকা ব্যতিরিক্ত অথচ নাসিকাকেই অবলম্বন করিয়া আছে, এইরূপ যে নাসিকার পুরোবর্ত্তী ও গন্ধগ্রহণ শক্তিবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়, তাহাকেই নাসিকেন্দ্রিয় কহে। কর্ম্মেন্দ্রিয়গণ কাহাকে কহে? বাক্ [বাক্য], পাণি [হস্ত], পাদ [চরণ], পায়ু [গুহ্যদ্বার] ও উপস্থ [লিঙ্গ], এই সকলকেই কর্ম্মেন্দ্রিয় কহে। বাগিন্দ্রিয় কাহার নাম? বাক্য বিভিন্ন, অথচ বাক্যকে সমাশ্রয় করিয়া আছে, ঈদৃশ অষ্টস্থানস্থায়ী ও শব্দের উচ্চারণ শক্তি-বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়কে বাক্যেন্দ্রিয় কহে। অষ্টস্থান কোথা? হৃদয়স্থল [বক্ষঃ], কণ্ঠ [গল-

* পুরাণমতে স্পর্শ একাদশবিধ ;—শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ, স্নিগ্ধ, বিসদ [অস্নিগ্ধ], খর [তীক্ষ্ণ], মৃদু, শ্লক্ষ [সূক্ষ্ম], লঘু ও গুরু।

তালুদ্বয়-জিহ্বা ইত্যষ্টস্থানানি। পাণীন্দ্রিয়ং নাম? পাণি-ব্যতিরিক্তং করতলাশ্রয়ং দানাদানশক্তিমদিন্দ্রিয়ং পাণীন্দ্রিয়-মিতি। পাদেন্দ্রিয়ং নাম? পাদব্যতিরিক্তং পাদাশ্রয়ং পাদ-তলবর্ত্তি গমনাগমনশক্তিমদিন্দ্রিয়ং পাদেন্দ্রিয়মিতি। পায়ু-ন্দ্রিয়ং নাম? গুদব্যতিরিক্তং গুদাশ্রয়ং। পুরীষোৎসর্গশক্তি-মদিন্দ্রিয়ং পায়ুন্দ্রিয়মিতি। উপস্থেন্দ্রিয়ং নাম? উপস্থব্যতি-রিক্তং উপস্থাশ্রয়ং মূত্রশুক্রোৎসর্গশক্তিমদিন্দ্রিয়ং উপস্থেন্দ্রিয়-মিতি। এতানি কর্ম্মেন্দ্রিয়াণ্যুচ্যন্তে। অন্তঃকরণং নাম? মনোবুদ্ধিশ্চিত্তমহঙ্কারশ্চেতি। মনঃস্থানং গলান্তং। বুদ্ধের্বদনং। চিত্তস্য নাভিঃ। অহঙ্কারস্য হৃদয়ং। অন্তঃকরণচতুষ্টয়স্য বিষযাঃ

দেশ], মস্তক, ঊর্দ্ধ ওষ্ঠ [উপবেব ঠোঁট], অধব ওষ্ঠ [নীচেব ঠোঁট], তালু-দ্বয় [জিহ্বার ঊর্দ্ধ ও অধঃ অবিষ্ঠান স্থান] এবং জিহ্বা, এই অষ্টবিধ স্থান। হস্তেন্দ্রিয় কাহার নাম? হস্তব্যতিবিক্ত অথচ হস্ততলকে সমা-শ্রয় করিয়া আছে এইরূপ আদান প্রদান শক্তিযুক্ত যে ইন্দ্রিয়, তাহাকে হস্তেন্দ্রিয় কহে। পাদেন্দ্রিয় কাহার নাম? পদব্যতিরিক্ত অথচ পদকে আশ্রয় করিযা আছে, এমন যে পদতলস্থিত গমনাগমন শক্তি-বিশিষ্ট ইন্দ্রিয়, তাহাকে পাদেন্দ্রিয় কহে। পায়ু ইন্দ্রিয় কাহাব নাম? গুহ্যদেশ ভিন্ন কিন্তু গুহ্যদেশকে অবলম্বন করিযা আছে, এমন বিষ্ঠাবিসর্জ্জন শক্তি-যুক্ত যে ইন্দ্রিয়, তাহাকে পায়ু ইন্দ্রিয় কহে। উপস্থেন্দ্রিয় কাহার নাম? লিঙ্গ ব্যতিবিক্ত অথচ লিঙ্গকে আশ্রয় করিয়া আছে, ঈদৃশ প্রস্রাব ও রেতঃ বিসর্গ শক্তিবিশিষ্ট ইন্দ্রিয়কে উপস্থেন্দ্রিয় কহে। এই সকল কর্ম্মেন্দ্রিয় নামে কথিত হয়। অন্তঃকরণ কাহার নাম? মনঃ, বুদ্ধি, চিত্ত এবং অহঙ্কার, এই চতুষ্টয়কে অন্তঃকরণ কহে। গলদেশমধ্যে মনের স্থিতি, মুখে বুদ্ধির স্থিতি, নাভিদেশে চিত্তের স্থিতি এবং হৃদয়স্থলে অহঙ্কারের স্থিতি। সংশয়, নিশ্চয়, ধারণ এবং অভিমান, অন্তঃকরণের এই চতুর্ব্বিধ বিষয়, অর্থাৎ

সংশয়নিশ্চয়ধারণাভিমানাঃ। প্রাণাদিবায়ুপঞ্চকং নাম? প্রাণাপানব্যানোদানসমানাঃ। তেষাং স্থানবিশেষা উচ্যন্তে।

হৃদি প্রাণো গুদেঽপানঃ সমানো-নাভিসংস্থিতঃ।
উদানঃ কণ্ঠদেশস্থো ব্যানঃ সর্ব্বশরীরগঃ॥

তেষাং বিষয়াঃ। প্রাণঃ প্রাগ্‌গমনবান্। অপানোঽবাগ্‌গমনবান্। উদান ঊর্দ্ধগমনবান্। সমানঃ সমীকরণবান্। ব্যানো-বিশ্বগ্‌গমনবান্। এতেষামুপবায়বঃ পঞ্চ।

মনের বিষয় সংশয়, বুদ্ধির বিষয় নিশ্চয়, চিত্তের * বিষয় ধারণ এবং অহঙ্কারের বিষয় অভিমান। প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু কাহার নাম? প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান এবং সমান, ইহাদিগকে প্রাণাদি পঞ্চ বায়ু কহে। সেই প্রাণাদির স্থান প্রভেদরূপে ব্যক্ত হইতেছে। বক্ষঃস্থলে প্রাণবায়ু, গুহ্যস্থলে অপানবায়ু, নাভিস্থলে সমান বায়ু, কণ্ঠস্থলে উদান বায়ু এবং সর্ব্বশরীরে ব্যান বায়ু সম্যগ্‌রূপে অবস্থান করে। সেই প্রাণাদি বায়ুগণের বিষয় সকল ব্যক্ত হইতেছে।—বহির্গমনশীল বায়ুকে প্রাণ †, অধোগমনশীল বায়ুকে অপান, ঊর্দ্ধগমনশীল বায়ুকে উদান ‡, ভুক্ত অন্নাদি সমতাকরণশীল

---

* বেদান্তসারে অনুসন্ধানাত্মিকা অন্তঃকরণবৃত্তি চিত্ত নামে কথিত হইয়াছে।

† যে বায়ু মুখ এবং নাসিকা এই উভয়ের মধ্যে সর্ব্বদা প্রকাশ পাইতেছে, তাহাকেই প্রাণ বায়ু কহে। এ বিষয় উত্তরগীতায় ভগবান্ স্বয়ং কহিয়াছেন; যথা—

"মুখ-নাসিকয়োর্ম্মধ্যে প্রাণঃ সঞ্চরতে সদা।"

অপিচ বেদান্তসারেও বর্ণিত আছে; যথা—

"প্রাণো নাম? প্রাগ্‌গমনবান্ নাসাগ্রস্থানবর্ত্তী।"

নাসাগ্রস্থায়ী ঊর্দ্ধগামী বায়ুকে প্রাণ কহে।

‡ "উদানঃ? কণ্ঠস্থানীয়ঃ ঊর্দ্ধগমনবানুৎক্রামণবায়ুঃ।"

কণ্ঠস্থায়ী ঊর্দ্ধগামী উৎক্রামণ [বিপরীত গতি বিশিষ্ট] বায়ুকে উদান কহে।

নাগঃ কূর্ম্মশ্চ কৃকরো দেবদত্তো-ধনঞ্জয়ঃ ॥

এতেষাং বিষয়াঃ।

নাগাদুদ্গীরণঞ্চাপি কূর্ম্মাদুন্মীলনন্তথা।
ধনঞ্জয়াৎ পোষণঞ্চ দেবদত্তাচ্চ জৃম্ভণং।
কৃকরাচ্চ ক্ষুতং জাতমিতি যোগবিদো বিদুঃ ॥

নাগ উদ্গীরণকরঃ। কূর্ম্ম উন্মীলনকরঃ। ধনঞ্জয়ঃ পোষণ-করঃ। দেবদত্তো জৃম্ভণকরঃ। কৃকরঃ ক্ষুৎকরঃ। এতেষাং জ্ঞানেন্দ্রিয়াদীনামধিপতয়ো দিগাদয়ঃ।

বায়ুকে সমান এবং সমস্ত শরীরে গমনশীল বায়ুকে ব্যান কহে *। এই প্রাণাদি পঞ্চবায়ুর পঞ্চ উপবায়ু যথাক্রমে কথিত হইতেছে।—নাগ, কূর্ম্ম, কৃকর, দেবদত্ত এবং ধনঞ্জয়। নাগাদি পঞ্চবায়ুর বিষয় ব্যক্ত হইতেছে। উদ্গীরণকারি †-বায়ুকে নাগ, চক্ষুর উন্মীলনকারিবায়ুকে কূর্ম্ম, ক্ষুধাকারিবায়ুকে কৃকর, পুষ্টিকারিবায়ুকে ধনঞ্জয় এবং জৃম্ভণকারিবায়ুকে দেবদত্ত কহে। এই জ্ঞানেন্দ্রিয়াদির অধিপতি [প্রভু] দিক্ প্রভৃতির নাম উল্লিখিত হইতেছে।

* শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার চতুর্থাধ্যায়ে সপ্তাবংশ শ্লোকের শ্রীধরস্বামিকৃত টীকায় প্রাণাদি দশ বায়ুর কর্ম্ম সকল যথাক্রমে ব্যাখ্যাত আছে; যথা—

"প্রাণস্য বহির্গমনং অপানস্যাধোগমনং ব্যানস্য ব্যায়নাকুঞ্চনপ্রসারণাদীনি সমানস্যাশিত পীতাদীনাং সমুন্নয়নং উদানস্যোর্দ্ধনয়নং।"

"উদ্গারে নাগ আখ্যাতঃ কূর্ম্ম উন্মীলনে স্মৃতঃ।
কৃকরঃ ক্ষুৎকরোজ্ঞেয়ো দেবদত্তোবিজৃম্ভণে।
ন জহাতি মৃতঞ্চাপি সর্ব্বব্যাপী ধনঞ্জয়ঃ ॥"

প্রাণের বহির্গমন, অপানের অধোগমন, ব্যানের চাঞ্চল্য আকুঞ্চন [সঙ্কোচকরণ] প্রসারণ [বিস্তারকরণ] প্রভৃতি, সমানের ভুক্ত পীত অন্ন জলাদির সমত্বকরণ এবং উদানের ঊর্দ্ধগমন শক্তি আছে। অপর পঞ্চ উপবায়ুর কার্য্য, যথা—নাগের উদ্গার, কূর্ম্মের উন্মীলন, কৃকরের ক্ষুধাকরণ ও দেবদত্তের জৃম্ভণ [হাই]। ধনঞ্জয় বায়ু সমস্ত শরীরব্যাপী। ইহা মৃত ব্যক্তিকেও পরিহার করে না।

† ঢেকুর।

দিগ্‌বাতার্কপ্রচেতোঽশ্বিবহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমৃত্যুকাঃ।
তথা চন্দ্রশ্চতুর্বক্ত্রোরুদ্রঃ ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বরঃ॥
বিশিষ্টো বিশ্বস্রষ্টা চ বিশ্বযোনিরযোনিজঃ।
ক্রমেণ দেবতাঃ প্রোক্তাঃ শ্রোত্রাদীনাং যথাক্রমাৎ॥

এতৎ সর্ব্বং মিলিতং লিঙ্গশরীরমিত্যুচ্যতে। তথাচোক্তং।

পঞ্চপ্রাণমনোবুদ্ধিদশেন্দ্রিয়সমন্বিতং।
অপঞ্চীকৃতভূতোত্থং সূক্ষ্মাঙ্গং ভোগসাধনং॥

লীনমর্থং গময়তীতি ব্যুৎপত্ত্যা লিঙ্গমিত্যুচ্যতে। শীর্য্যতে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা শরীরমিত্যুচ্যতে। কথং শীর্য্যত ইতি চেৎ?

কর্ণের অধিপতি দিক্ [আকাশ], চর্ম্মের অধিপতি অনিল, নেত্রের অধিপতি আদিত্য, রসনার অধিপতি প্রচেতাঃ [বরুণ], নাসিকার অধিপতি অশ্বিনীকুমার যুগল, বাগিন্দ্রিয়ের অধিপতি বহ্নি, হস্তের অধিপতি ইন্দ্র, পাদের অধিপতি উপেন্দ্র [বিষ্ণু], পায়ুর অধিপতি মৃত্যু, লিঙ্গের অধিপতি ব্রহ্মা, মনঃ ও চিত্তের অধিপতি চন্দ্র, অহঙ্কারের অধিপতি রুদ্র এবং বুদ্ধির অধিপতি প্রধান সৃষ্টিকর্ত্তা সকলের কারণ স্বয়ম্ভূ ক্ষেত্রজ্ঞ ঈশ্বর *। এইরূপ দিক্ প্রভৃতি চতুর্দ্দশগণ যথাক্রমে কর্ণাদি ইন্দ্রিয় সমূহের অধিষ্ঠাতৃ-দেবতাস্বরূপে উক্ত হন। এই সমস্ত মিলিত হইয়া লিঙ্গদেহ [সূক্ষ্মশরীর] শব্দের বাচ্য হয়, ইহা পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন। সেইরূপ শাস্ত্রে উক্ত আছে। পঞ্চ প্রাণাদি বায়ু, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, মনঃ ও বুদ্ধি একত্রিত অপঞ্চীকৃত পঞ্চ মহাভূত হইতে সমুৎপন্ন এবং ভোগের অনুসাধন যুক্ত [যদ্দ্বারা সুখদুঃখাদি ভোগ নিষ্পন্ন হয়] শরীরকে, সূক্ষ্মশরীর কহে। লীন অর্থাৎ ব্রহ্মেতে আপনার একতারূপ লয়প্রাপ্ত করান, এই

* "চন্দ্রচতুর্ম্মুখশঙ্করাচ্যুতৈঃ।"
বেদান্তসারে লিখিত আছে,—চন্দ্র, ব্রহ্মা, শঙ্কর এবং অচ্যুত।

অহং ব্রহ্মাঽস্মীতি জ্ঞানেন শীর্য্যতে। দহ ভস্মীকরণে ইতি ব্যুৎপত্ত্যা লিঙ্গদেহস্য পৃথিবীপুরঃসরং ক্ষয়ইত্যুচ্যতে। কথং? বাগাদ্যাকারেণ পরিণামোবৃদ্ধিঃ। তৎসঙ্কোচো নাম জীর্ণতা। কারণশরীরং নাম? শরীরদ্বয়হেত্বনাদ্যনির্ব্বাচ্যং সাভাসং ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞাননিবর্ত্ত্যমজ্ঞানং কারণশরীরমিত্যুচ্যতে। তথা চোক্তং।

অনাদ্যনির্ব্বাচ্যা কারণোপাধিরুচ্যতে।
উপাধিত্রিতয়াদন্যমাত্মানমবধারয়েৎ॥

শীর্য্যত ইতি বুৎপত্ত্যা শরীরং কথমিতি চেৎ? ব্রহ্মাত্মৈকত্বজ্ঞানেন শীর্য্যতে। দহ ভস্মীকরণ ইতি ব্যুৎপত্ত্যা কারণশরীরস্য পৃথিবীপুরঃসরং ক্ষয়-ইত্যুচ্যতে। অনৃতজড়দুঃখাত্মক-

ব্যুৎপত্তি [জ্ঞান] দ্বারা লিঙ্গ নাম হয়। শৃধাতুর অর্থ শীর্ণ, এই সংস্কারদ্বারা শরীর নাম হয়। যদি বল, কিরূপে শীর্ণ হয়? আমি ব্রহ্মস্বরূপ হই, এই বোধদ্বারা শীর্ণ হয়। দৃহ ধাতুর অর্থ ভস্মীকবণ, এই সংস্কারদ্বারা লিঙ্গ শরীর সম্বন্ধীয় ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত ক্ষয় পায়। কি কারণ ক্ষয় পায়? কথনাদি চেষ্টার আবিস্কারদ্বারা লিঙ্গশবীবের পরিণাম [অন্যথাভাব] ও বৃদ্ধি প্রাপ্তি হয়; অতএব ঐ কথনাদির সংরোধ হইলে লিঙ্গশরীর জীর্ণতাকে পায়। কারণশরীর কাহার নাম? স্থূল ও সূক্ষ্ম, এই উভয় দেহেব কারণ, আদিরহিত, অবাচ্য, জীব এবং ব্রহ্মের একত্বজ্ঞানেব নিবর্ত্তক যে অজ্ঞান, তাহাই কারণশরীর নামে কথিত হয়। সেইরূপ শাস্ত্রে উক্ত আছে। অনাদি ও অনির্ব্বচনীয় অবিদ্যাই কারণশবীররূপ উপাধিবিশিষ্ট হয়; অতএব স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণশবীরস্বরূপ, এই উপাধিত্রয় হইতে প্রভিন্ন পরমাত্মাকে অবধারণ [নিশ্চয়] কবিবে। যদি বল, শীর্ণ অর্থাৎ ক্ষয় পায়, এই অববোধদ্বাবা শরীবশব্দ কিরূপে সিদ্ধ হয়? ব্রহ্মেতে আপনার একতা [অভেদ]-বোধদ্বারা বিশীর্ণ হয়। দহ, ভস্মীকরণ, এই

মিত্যুক্তং। অনৃতং নাম? কালত্রয়েষ্বিদ্যমানবস্তু অনৃত-মিত্যুচ্যতে। জড়ং নাম? স্ববিষয়পরবিষয়জ্ঞানরহিতং বস্তু জড়মিত্যুচ্যতে। দুঃখং নাম? অপ্রীতিরূপং বস্তু দুঃখমিত্যু চত্যে। সমষ্টিব্যষ্ট্যাত্মকমিত্যুক্তং। কা সমষ্টিঃ? কা ব্যষ্টিঃ? যথা বনস্য সমষ্টিঃ যথা বৃক্ষস্য ব্যষ্টি র্জ্জলসমূহস্য সমষ্টির্জ্জলস্য ব্যষ্টিস্তদ্বদনেকশরীরস্য সমষ্টিরেকশরীরস্য ব্যষ্টিঃ। অবস্থাত্রয়ং নাম? জাগ্রৎস্বপ্নসুষুপ্তয়ঃ। জাগরণং নাম? ইন্দ্রিয়ৈরর্থো-পলব্ধির্জ্জাগরিতং। স্বপ্নো নাম? জাগরিতসংস্কারজন্যপ্রত্যয়ঃ

জ্ঞানদ্বারা কারণনামক শরীরসম্বন্ধীয় ক্ষিত্যাদি পঞ্চভূত ক্ষয় পায়, ইহা কথিত হইতেছে। অনৃত কাহার নাম? অনৃত [অসত্য] জড় [অকর্ম্মণ্য], ইহা উক্ত আছে। অতীত, অনাগত এবং বর্ত্তমান, এই কালত্রিতয়ে অবর্ত্তমান পদার্থ অনৃতনামে উক্ত হয়। জড় কাহার নাম? স্বকীয় বিষয় বা পরকীয় বিষয় বোধবিরহিত বস্তুই জড় নামে অভিহিত হয়। দুঃখ কাহার নাম? সন্তোষশূন্য বস্তুই দুঃখস্বরূপ। সমষ্টি ও ব্যষ্টি স্বরূপ, ইহাও আখ্যাত আছে। সমষ্টি ও ব্যষ্টি কাহাকে কহে? অনেকের সংক্ষেপ কথনকে সমষ্টি এবং প্রত্যেকের বিস্তার কথনকে ব্যষ্টি বলা যায়। যেরূপ বৃক্ষের সমষ্টিশব্দে বন এক বলা যায় এবং বনের ব্যষ্টি শব্দে বহু বৃক্ষ বলা যায় ও জল সমূহের সমষ্টিশব্দে জলাশয় এক বলা যায় এবং জলাশয়ের ব্যষ্টি শব্দে বহু জল বলা যায়, সেইরূপ অনেক শরীরের সমষ্টি, অর্থাৎ সংক্ষেপ কথন অভিপ্রায়ে এক এবং প্রত্যেক শরীরের ব্যষ্টি অর্থাৎ বিস্তারকথন অভিপ্রায়ে অনেক বলা যায়। অবস্থাত্রয় কাহার নাম? জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি, এই তিনকে অবস্থাত্রয় কহে। জাগরণ কাহার নাম? ইন্দ্রিয়দ্বারা ইন্দ্রিয়ার্থের যে জ্ঞান, অর্থাৎ শ্রোত্রদ্বারা শ্রবণজ্ঞান, ত্বক্‌দ্বারা স্পর্শজ্ঞান, জিহ্বাদ্বারা রসজ্ঞান, চক্ষুর্দ্বারা রূপজ্ঞান এবং নাসিকাদ্বারা গন্ধজ্ঞান, এইরূপ উপলব্ধিকেই জাগরণ কহে। স্বপ্ন কাহার

সবিষয়ঃ স্বপ্নঃ। সুষুপ্তির্নাম? সর্ব্ববিষয়জ্ঞানাভাবঃ। জাগ্রৎ স্থূলশরীরাভিমানী বিশ্বঃ। স্বপ্নঃ সূক্ষ্মশরীরাভিমানী তৈজসঃ। সুষুপ্তিঃ কারণশরীরাভিমানী প্রাজ্ঞঃ। কোষপঞ্চকং নাম? অন্নময়-প্রাণময়-মনোময়-বিজ্ঞানময়ানন্দময়াখ্যাঃ। অন্নময়োঽন্নবিকারঃ। প্রাণময়ঃ প্রাণবিকারঃ। মনোময়ো মনোবিকারঃ। বিজ্ঞানময়োবিজ্ঞানবিকারঃ। আনন্দময়-আনন্দবিকারঃ। অন্নময়কোষোনাম? স্থূলশরীরং। কথং? মাতৃপিতৃভ্যামন্নে ভুক্তে সতি শুক্রশোণিতাকারেণ পরিণতং তয়োঃ সংযোগাদেব দেহাকারেণ পরিণতেন কোষবদাচ্ছাদকত্বাৎ কোষ ইত্যুচ্যতে। ইতি ব্যুৎপত্ত্যাঽন্নবিকারত্বে সতি আত্মান-

নাম? জাগরণ-কালের অভ্যাস জনিত যে বাসনা, সেই বাসনাজনিত বিষয়ের সহিত যে বোধ, তাহাকেই স্বপ্ন কহে। সুষুপ্তি কাহাকে কহে? যে অবস্থাতে সমস্ত বিষয় জ্ঞানেব অভাব হয়, তাহাকেই সুষুপ্তি কহে। জাগরিত অবস্থায় স্থূল শবীবাভিমানবিশিষ্ট চৈতন্যকে বিশ্ব, স্বপ্নকালে সূক্ষ্মশরীরাভিমানবিশিষ্ট চৈতন্যকে তৈজস এবং সুষুপ্তিকালে কাবণশবীবা ভিমানবিশিষ্ট চৈতন্যকে প্রাজ্ঞ বলা যায়। পঞ্চকোষ কাহাকে কহে?- অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময়, এই পঞ্চতরকে পঞ্চকোষ কহে। অন্নবিকারবিশিষ্টকে অন্নময়, প্রাণবিকারবিশিষ্টকে প্রাণময়, মনোবিকারবিশিষ্টকে মনোময়, বিজ্ঞানবিকারবিশিষ্টকে বিজ্ঞানময় এবং আনন্দবিকাববিশিষ্টকে আনন্দময় কোষ বলা যায়। অন্নময়কোষ কাহার নাম? এই স্থূলদেহের নাম। কি নিমিত্ত? জনক ও জননীকর্ত্তৃক ভক্ষিত অন্নাদি বস্তু সকল শুক্রশোণিত আকারে পরিণাম [অবস্থান্তর] প্রাপ্ত হয়; পরে পিতৃ-মাতৃ-সংযোজন [মিলন] নিমিত্ত ঐ শুক্র ও শোণিত শরীরাকারে পরিণাম প্রাপ্ত হয়। অসিকোষ যেরূপ অসির আচ্ছাদক হয়, সেইরূপ অন্নময় কোষ আত্মার আচ্ছাদক হয়; এই হেতু ইহা

মাচ্ছাদয়তি। কথমপরিচ্ছিন্নমাত্মানং পরিচ্ছিন্নমিব জন্মাদি-ষড়্বিকাররহিতমাত্মানং জন্মাদিষড়্ভাববন্তমিব তাপত্রয়রহিত-মাত্মানং তাপত্রয়বন্তমিবাচ্ছাদয়তি। যথা কোষঃ খড়্গমাচ্ছা-দয়তি। যথা তুষস্তণ্ডুলমাচ্ছাদয়তি। যথা গর্ভঃ সন্তানমাবার-য়তি (১) তথাত্মানমাবারয়তি। প্রাণময়কোষোনাম? কর্ম্মে-ন্দ্রিয়াণি পঞ্চ বায়বঃ পঞ্চ এতৎ সর্ব্বং মিলিতং সৎ প্রাণময়-কোষ ইত্যুচ্যতে। প্রাণবিকারে সতি বক্তৃত্বাদিরহিতমাত্মানং বক্তারমিব দাতৃত্বাদিরহিতমাত্মানং দাতারমিব গমনাদিরহিত-মাত্মানং গন্তারমিব ক্ষুৎপিপাসাদিরহিতমাত্মানং ক্ষুৎপিপাসা-

স্থূলশরীর শব্দের বাচ্য হয় এবং এই জ্ঞানদ্বারা অন্নের পরিণামত্ব হইলে আত্মাকে আবরণ করে। যদি বল, অপরিমিত আত্মাকে পরিমিত তুল্য, জন্মাদি [জন্ম, স্থিতি, বৃদ্ধি, পরিণাম, ক্ষীণতা ও বিনাশ] ষড়্বিকার-বিহীন আত্মাকে জন্মাদি ষড়্বিকারবিশিষ্ট তুল্য এবং তাপত্রয় [আধি-দৈবিক আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক] রহিত আত্মাকে তাপত্রয়বিশিষ্ট তুল্য আবরণ কিরূপে করে? তাহার উত্তরে পরিব্যক্ত হইতেছে। যেরূপ কোষ অসিকে, তুষ তণ্ডুলকে এবং গর্ভ গর্ভস্থবালককে আবরণ করে, সেইরূপ এই অন্নময় কোষরূপ স্থূলশরীর আত্মাকে আবরণ করে। প্রাণময় কোষ কাহার নাম? পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় [বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ] পঞ্চ প্রাণ [প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান] বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া প্রাণময়কোষ সংজ্ঞা হয়। এই প্রাণময়কোষ প্রাণ বায়ুর বিক্রিয়া উপস্থিত হইলে কথনাদিরহিত আত্মাকে কথকের ন্যায়, বদান্যতাদিবিহীন আত্মাকে দানশীলের ন্যায়, গমনাদি ক্রিয়াশূন্য আত্মাকে গমনশীলের

(১) "গর্ভং জরায়ুবাচ্ছাদয়তি"।—ইতি পাঠান্তরং। অর্থাৎ গর্ভবেষ্টনচর্ম্ম যেরূপ গর্ভস্থ বালককে আচ্ছাদন করে।

বস্তুমিবাবাবয়তি। মনোময়কোষোনাম? জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ মনশ্চ এতৎ সর্ব্বং মিলিত্বা মনোময়কোষ ইত্যুচ্যতে। কথং? মনোবিকাবে সতি সংশয়বহিতমাত্মানং সংশযবন্তমিব শোক-মোহাদিরহিতমাত্মানং শোকমোহাদিবন্তমিব দর্শনাদিবহিত-মাত্মানং দ্রষ্টাব (১) মিবাবারয়তি। বিজ্ঞানময়কোষোনাম? জ্ঞানেন্দ্রিয়াণি পঞ্চ বুদ্ধিশ্চ এতৎ সর্ব্বং মিলিত্বা বিজ্ঞানময় কোষ ইত্যুচ্যতে। কথং কর্ত্তৃত্বভোক্তৃত্বাদ্যভিমানেন ইহলোকপবলোক-গামী ব্যবহারিকো জীব ইত্যুচ্যতে? বিজ্ঞানবিকাবে সতি অকর্ত্তাবমাত্মানং কর্ত্তাবমিব অবিজ্ঞাতারমাত্মানং বিজ্ঞাতাবমিব নিশ্চয়বহিতমাত্মানং নিশ্চয়বন্তমিব মান্দ্যজাড্যবহিতমাত্মানং

ন্যায এবং ক্ষুধাতৃষ্ণাদিবর্জ্জিত আত্মাকে ক্ষুধাতৃষ্ণাদিযুক্তেব ন্যায় আচ্ছাদন কবে। মনোময়কোষ কাহাব নাম? শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষুঃ, জিহ্বা ও ঘ্রাণ, এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিযেব সহিত মনঃ মিলিত হইযা মনোময়কোষশব্দে উক্ত হয। যদি বল, কি নিমিত্ত উক্ত হয? তজ্জন্য বিবৃত হইতেছে। ইহা মনেব বিক্রিযা উপস্থিত হইলে সংশযশূন্য আত্মাকে সংশযাপন্নেব ন্যায় ও শোক [খেদ] মোহ [দেহাদিতে আত্ম বুদ্ধি] প্রভৃতি বহিত আত্মাকে শোকমোহাদিযুক্তেব ন্যায আববণ করে। বিজ্ঞানময়কোষ কাহাব নাম? শ্রোত্রাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিযেব সহিত বুদ্ধি মিলিত হইয়া বিজ্ঞানমযকোষ নামে কথিত হয। যদি এরূপ আপত্তি কর যে, কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্ব-প্রভৃতি অভিমানদ্বাবা ইহলোক [এই জন্ম] ও পর-লোক [পবজন্ম] গামী ব্যবহাবী জীব কি নিমিত্ত বিজ্ঞানমযকোষশব্দে কথিত হয? ইহাব উত্তবে সুব্যক্ত হইতেছে যে, এই বিজ্ঞানময কোষ বিজ্ঞানেব বিক্রিযা উপস্থিত হইলে অকর্ত্তাস্বরূপ আত্মাকে কর্ত্তাস্বরূপ, অবিজ্ঞাতাস্বরূপ আত্মাকে বিজ্ঞাতাস্বরূপ, নিশ্চযবহিত আত্মাকে নিশ্চয

(১) "দশনাদিমন্তমিব"—ইত পাঠান্তরম্।

জাড্য দিমন্তমিবাবারয়তি। আনন্দময়কোষোনাম? প্রিয়-মোদপ্রমোদবৃত্তিমদজ্ঞানপ্রধানমন্তঃকরণমানন্দময়ঃ কোষ ইত্যু-চ্যতে। কথং? প্রিয়মোদপ্রমোদরহিতমাত্মানং প্রিয়মোদ-প্রমোদবন্তমিবাভোক্তারমাত্মানং ভোক্তারমিব পরিচ্ছিন্নসুখ-রহিতমাত্মানং পরিচ্ছিন্নসুখমিবাচ্ছাদয়তি। শরীরত্রয়বিল-ক্ষণত্বমুচ্যতে। কথং? সত্যরূপোঽসত্যরূপো ন ভবতি। অসত্যস্বরূপঃ সত্যস্বরূপো ন ভবতি। জ্ঞানস্বরূপো জড়-স্বরূপো ন ভবতি। জড়স্বরূপো জ্ঞানস্বরূপো ন ভবতি। সুখস্বরূপো দুঃখস্বরূপো ন ভবতি। দুঃখস্বরূপঃ সুখস্বরূপো ন ভবতি। এবং শরীরত্রয়বিলক্ষণত্বমুক্ত্বা অবস্থাত্রয়সাক্ষী উচ্যতে। কথং? জাগ্রদবস্থা জাতা জাগ্রদবস্থা ভবতি

যুক্ত রূপ এবং মন্দতা জড়তাদিবিহীন আত্মাকে মন্দতা জড়তাদি যুক্ত রূপ আবরণ করে। আনন্দময় কোষ কাহাকে কহে? প্রীতি, আনন্দ এবং উল্লাসস্বরূপ বৃত্তিবিশিষ্ট অজ্ঞান প্রধান যে অন্তঃকরণ, তাহাকে আনন্দ-ময় কোষ কহে। কি নিমিত্ত কহে? তাহার হেতু বিবৃত হইতেছে যে, ইহা প্রীতি, আনন্দ এবং উল্লাস রহিত আত্মাকে প্রীতি, আনন্দ এবং উল্লাস যুক্তের ন্যায়, অভোক্তাস্বরূপ আত্মাকে ভোজনকর্ত্তার ন্যায় ও পরি-মিতসুখ শূন্য আত্মাকে পরিমিত সুখ সংযুক্তের ন্যায় আচ্ছাদন করে। অতএব আত্মা স্থূল, সূক্ষ্ম এবং কারণ এই শরীরত্রয় হইতে বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত হন, ইহা পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন। যদি বল কিরূপ? তাহা ব্যক্ত হইতেছে, সত্যস্বরূপ আত্মা অসত্যস্বরূপ শরীরত্রয় হন না এবং অসত্যস্বরূপ শরীরত্রয় সত্যস্বরূপ আত্মা হয় না। বোধস্বরূপ আত্মা জড়স্বরূপ দেহত্রয় হন না এবং জড়স্বরূপ দেহত্রয় বোধস্বরূপ আত্মা হয় না। অতএব সুখস্বরূপ আত্মা দুঃখস্বরূপ দেহত্রয় হন না এবং দুঃখস্বরূপ দেহত্রয় সুখস্বরূপ আত্মা হয় না। এইরূপ দেহত্রয় হইতে

জাগ্রদবস্থা ভবিষ্যতি। স্বপ্নাবস্থা জাতা স্বপ্নাবস্থা ভবতি স্বপ্নাবস্থা ভবিষ্যতি। সুষুপ্ত্যবস্থা জাতা সুষুপ্ত্যবস্থা ভবতি সুষুপ্ত্যবস্থা ভবিষ্যত্যেবমবস্থাত্রয়মধিকারিতয়া জানাতি। অথাত্মনঃ পঞ্চকোষ-বিলক্ষণত্বমুচ্যতে। পঞ্চকোষবিলক্ষণত্বমাত্মনঃ কথং। দৃষ্টান্তরূপেণ প্রতিপাদয়তি। মমেয়ং গৌঃ। মমায়ং বৎসঃ। মমায়ং কুমারঃ। মমেয়ং কুমারী। মমেয়ং স্ত্রী এবমাদিপদার্থবান্ পুরুষো ন ভবতি। তথা মমান্নময়কোষঃ মম প্রাণময়কোষঃ। মম মনোময়কোষঃ। মম বিজ্ঞানময়কোষঃ। মমানন্দময়কোষঃ এবং পঞ্চকোষবানাত্মা ন ভবতি। তেভ্যো বিলক্ষণসাক্ষী।

আত্মার বৈলক্ষণ্য [প্রভেদ] ব্যক্ত হইয়া জাগ্রৎ, স্বপ্ন এবং সুষুপ্তি, এই তিন অবস্থার সাক্ষিস্বরূপ আত্মা হন, ইহা উক্ত হইল। কি প্রকারে হন? তাহার প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে। জাগ্রৎ অবস্থা উৎপন্ন হইয়াছে, জাগ্রৎ অবস্থা উৎপন্ন হইতেছে এবং জাগ্রৎ অবস্থা উৎপন্ন হইবে। স্বপ্ন অবস্থা উৎপন্ন হইয়াছে, স্বপ্ন অবস্থা উৎপন্ন হইতেছে এবং স্বপ্ন অবস্থা উৎপন্ন হইবে। সুষুপ্তি অবস্থা উৎপন্ন হইয়াছে, সুষুপ্তি অবস্থা উৎপন্ন হইতেছে এবং সুষুপ্তি অবস্থা উৎপন্ন হইবে। এইরূপ আত্মা এই তিন অবস্থাকে অধিকারিতাস্বরূপে অবগত হইতেছেন, সুতরাং আত্মা সাক্ষিস্বরূপ সিদ্ধ হইল। অতঃপর আত্মা যে পঞ্চকোষ হইতে বৈলক্ষণ্য-যুক্ত, তাহা ব্যক্ত হইতেছে। পঞ্চকোষ হইতে আত্মার বিভিন্নতা কিরূপ, তাহা দৃষ্টান্তরূপে প্রতিপাদিত [জ্ঞাপিত] হইতেছে। যেরূপ এই গাভীটী আমার, এই বৎস [গোশিশু] টি আমার, এই কুমার [পঞ্চবর্ষীয় বালক] টি আমার, এই কুমারী [দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যা] টী আমার, এই আমার পত্নী, আত্মা এই কথিত রূপাদি পদার্থযুক্ত হন না, সেইরূপ এই অন্নময়-কোষ আমার, এই প্রাণময় কোষ আমার, এই মনোময় কোষ আমার, এই বিজ্ঞানময় কোষ আমার এবং এই আনন্দময় কোষ আমার, এইরূপ

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং তথারসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রুবং বিচার্য্য তং মৃত্যুমুখাৎ প্রমুচ্যতে॥
ইতি শ্রুতেঃ। তস্মাদাত্মনঃ সচ্চিদানন্দস্বরূপত্বমুক্তং। মদ্রূপত্বং নাম? কেনাপ্যবাধ্যমানত্বেন কালত্রয়েঽপ্যেকরূপেণ বিদ্যমানত্বমুচ্যতে। চিদ্রূপত্বং নাম? সাধনান্তরনিরপেক্ষতয়া স্বয়ং প্রকাশমানং স্বস্মিন্নারোপিতসর্ব্বপদার্থাঽবভাসকবস্তুত্বং চিদ্রূপত্বমিত্যুচ্যতে। আনন্দস্বরূপত্বং নাম? পরমপ্রেমাস্পদত্বং নিত্যনিরতিশয়ত্বমানন্দস্বরূপত্বমিত্যুচ্যতে। বিজ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম রাতের্দাতুঃ পরায়ণমিতি শ্রুতেঃ। এবং নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্তস্বভাবব্রহ্মাহমস্মীতি

পঞ্চকোষযুক্ত আত্মা হন না। আত্মা এই সমুদায় হইতে ভিন্ন ও সাক্ষিস্বরূপ। শব্দশূন্য, স্পর্শশূন্য, রূপশূন্য, ব্যয় [ক্ষয়] শূন্য, রসশূন্য, নিত্য, গন্ধবর্জ্জিত, অনাদি, অনন্ত ও প্রকৃতির পর এইরূপ ব্রহ্মকে নিশ্চিতরূপে বিজ্ঞাত হইয়া আত্মা [জীব] মৃত্যু মুখ হইতে মুক্ত হন, ইহা শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে; সেই কারণ প্রযুক্ত আত্মার সৎ-চিৎ আনন্দস্বরূপতা অভিব্যক্ত হইল সৎরূপত্ব কাহার নাম? কোন জন কর্ত্তৃক বাধ্যমান [প্রতিরুদ্ধ] না হইয়া কালত্রয়ে [ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান] একরূপে বর্ত্তমানতাকে সৎরূপতা কহে। চিৎরূপত্ব কাহার নাম? সাধনান্তর অপেক্ষা না করিয়া স্বয়ং অর্থাৎ আপনাহইতে আপনি প্রকাশমান স্বকীয় আত্মাতে আরোপিত সমস্ত পদার্থের অবভাসক [প্রকাশক] রূপ যে বস্তুত্ব [পদার্থ ধর্ম্ম], তাহাকেই চিৎরূপতা কহে। আনন্দরূপত্ব কাহার নাম? সর্ব্বদা নিরতিশয় [নাই অতিশয় যাহা অপেক্ষা] এরূপ যে পরমপ্রীতির স্থানতা, তাহাকেই আনন্দস্বরূপতা কহে। ব্রহ্ম বিজ্ঞানস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ এবং দানদাতার পরম আশ্রয়স্বরূপ, ইহা শ্রুতিতে অভিব্যক্ত আছে। এইরূপ নিত্য [জন্মমৃত্যুরহিত], শুদ্ধ [কেবল] ও মুক্তস্বভাব ব্রহ্ম আমিই হই,

সংশয়সম্ভাবনা বিপরীতভাবনারাহিত্যেন যস্তু জানাতি স জীবন্মুক্তো ভবতি ॥

ইতি পরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য-শ্রীমচ্ছঙ্করভগবদ্‌বিরচিত-আত্মানাত্মবিবেকঃ সমাপ্তঃ।

এবিষয়ে সন্দেহ চিন্তা ও বিপর্য্যয়চিন্তা বিশূন্য হইয়া যিনি আত্মাকে অবগত হন, তিনিই জীবন্মুক্তিপদ লাভ করেন।

ইতি পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্য শ্রীমচ্ছঙ্করভগবদবিরচিত আত্মানাত্ম বিবেকভাষা বিবরণ সমাপ্ত।